আজকের কাগজ

তারিখ 28 JUN 1996
পৃষ্ঠা ৬ কলাম 2

পলাশবাড়ীর ২ ইউপি'র ৪৩ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্যে খাদ্য কর্মসূচির গম আত্মসাতের অভিযোগ

আলী আজগর ঃ পলাশবাড়ী থানার ২টি ইউনিয়নে ৪১ টি সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ২টি এবতেদায়ী মাদ্রাসার অনুকূলে গত ফেব্রুয়ারি এবং জুন মাসের শিক্ষার জন্যে খাদ্য কর্মসূচির উত্তোলনকৃত গম আত্মসাতের এক গুরুতর অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ দু'টি ইউনিয়নের ১নং কিশোর গাড়ীতে-কাশিয়াবাড়ী, বড় শিমুলতলা, সুলতানপুর, শিমুলিয়া, বেঙ্গুলিয়া, গনেশপুর, পশ্চিম নন্নাপুর, গনকপাড়া, জাফর (সব সরকারি), কিশোরগাড়ী, উত্তর সুলতানপুর বাড়াইপাড়া, তেফান্নী, পশ্চিম মির্জাপুর, পশ্চিম গোপালপুর, বেড়াডাঙ্গা, সগ্যনা, নয়আনা নওদা, সুলতানপুর, বাড়াইপাড়া, পলাশগাছী, সুখমিশপুর, হাসানখোর, চকবালা, বড় শিমুলতলা, উত্তর পাড়া, পশ্চিম রামচন্দ্রপুর, পশ্চিম পাড়া, কাশিয়াবাড়ী এবতেদায়ী মাদ্রাস ও জাইতর (সব বেসরকারি) এবং ২নং হোসেনপুরে-শিওদহ, হোসেনপুর, বান্নাকেরা, হাসবাড়ী, চাপারজান, আটঘরিয়া, সেরির হাট (সব সরকারি), সাইনদহ, সাআনী, নওদা, করিয়াটা, কিসমত চেরেঙ্গা, শালমারা, করতোয়া পাড়া, কোনাবাড়ী, ঝাপর, শালমারা এবতেদায়ী মাদ্রাসা ও দিগদারী (সব বেসরকারি) মিলে মোট ৪৩টি বিদ্যালয়ের বিপরীতে গত ফেব্রুয়ারি মাসে ২৩ দশমিক ১০০ মেট্রিক টন গম কার্ডধারী ছাত্র-ছাত্রিদের মধ্যে বিতরণের জন্যে উত্তোলন করা হলে বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি, শিক্ষক এবং তদারকী কর্মকর্তার যোগসাজশে কালোবাজারে বিক্রি করা হয়েছে। তবে একই সঙ্গে উত্তোলনকৃত গত জুন মাসের ২৫ দশমিক ৯৮০ মেট্রিক টন গম উল্লিখিত বিদ্যালয়গুলোর কার্ডধারি ছাত্র-ছাত্রিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। ফলে, বিতরণ তালিকায় ৪ হাজার ৯শ' ৬৪ জন কার্ডধারি ছাত্র-ছাত্রী ২ কোঠায় ৩০ কেজি গমের স্থলে মাত্র ১৩ কেজি থেকে ১৪ কেজি হারে গম পেয়েছে। বিতরণ তালিকা থেকে নাম মুছে যাবার ভয়ে কার্ডধারি ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবকরা গম বিতরণকালে প্রভাবশালী সভাপতি, শিক্ষক ও তদারকী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গম আত্মসাতের প্রতিবাদ করার সৎ সাহস পায়নি বলে অভিযোগে জানা গেছে।

শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির গম কেলেঙ্কারীর প্রতিবাদে প্রাপ্ত অভিযোগের সূত্র ধরে ওই দু'টি ইউনিয়নে সরেজমিন তদন্তে জানা গেছে, কথিত বিদ্যালয়গুলোতে যে পরিমাণ ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতি দেখিয়ে গম উত্তোলন করা হয় প্রকৃতপক্ষে সে তুলনায় বিদ্যালয়গুলোতে শতকরা ২৫ জন ছাত্র-ছাত্রী অনুপস্থিত পাওয়া গেছে। মূলত শিক্ষক-কমিটির কর্তা-ব্যক্তিরা ওইসব ভুয়া ছাত্র-ছাত্রীর নামে কার্ড ইস্যু করে গম উঠিয়ে ভাগ বাটোয়ারার মাধ্যমে নিজেদের পকেট ভারি করেছে। তা ছাড়াও, কোনো বিদ্যালয়ে কার্ড ইস্যুর অজুহাতে গরিব ছাত্র-ছাত্রিদের কাছ থেকে ১০ থেকে ১৫ টাকা হারে এককালীন ফি আদায় করে পকেটস্থ করা হয়েছে। এসব অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে পৃথকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে একে অপরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে অভিযোগ করছে ভিত্ত প্রতি শিক্ষা অফিসে ২শ' টাকা উৎকোচ দিতে হয় এবং গম উত্তোলনের সময় স্থানীয় খাদ্য গুদামে মাপের মারপ্যাচে মণপ্রতি ৬ থেকে ৭ কেজি হারে গম কম পাওয়া যায়। অপরদিকে, শিক্ষা কর্মকর্তা ও খাদ্য গুদাম কর্তৃপক্ষ এসব অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে জোর প্রতিবাদ করে স্বীকার করেছে- ইতিমধ্যে যেসব বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে গম বিতরণে অভিযোগ পাওয়া গেছে তার সত্যতা প্রমাণ সাপেক্ষে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হবে। দিন দুপুরে পুকুরচুরির মতো শিক্ষার জন্যে খাদ্য কর্মসূচির গম আত্মসাতের বিষয়টি ব্যাপক উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। সর্বমহল এ ব্যাপারে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত সাপেক্ষে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে নূতন সরকারের জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা করছে।